السيرة النبوية

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদনা

আবদুর রশীদ তারাপাশী

আহসান ইলিয়াস

সালমান মোহাম্মদ

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

সিরাতুন নবি [দ্বিতীয় খণ্ড]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৫০, US $ 25. UK £ 18

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-4-9

SIRATUN NABI S.M. 2nd Part
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি এবং আবু বকরের হিজরত # ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে মুহাজিরদের পুরস্কার
এবং হিজরত থেকে পেছনে অবস্থানকারীদের পরিণতি # ১২

এক : প্রশংসনীয় গুণাবলির মাধ্যমে মুহাজিরদের স্তুতি ১৩
দুই : মুহাজিরদের নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি ১৬
তিন : যারা হিজরত করেনি তাদের জন্য হুঁশিয়ারি ১৮

সপ্তম অধ্যায়

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ # ২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদে নববি নির্মাণ # ২৩

এক : মসজিদসংলগ্ন উম্মাহাতুল মুমিনিনদের কামরা ২৪
দুই : মদিনায় আজানের সূচনা ২৫
তিন : মদিনায় রাসুলের প্রথম খুতবা ২৬
চার : সুফফা ও আসহাবে সুফফা ২৭
পাঁচ : উপকারিতা, তাৎপর্য ও শিক্ষা ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন # ৪১

এক : মদিনায় মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা ৪৪
দুই : শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদিনা-সনদ # ৫৮

এক : মদিনার সনদ প্রণয়ন ৫৯
দুই : চুক্তিপত্রের শিক্ষা, তাৎপর্য ও উপকারিতা ৬৩
তিন : মদিনার ইয়াহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি ৭৫
চার : ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের আমল আল্লাহ সংশোধন করেন না ১০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিরোধ এবং যুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ # ১০৭

এক : প্রতিরোধের সুন্নাহ ১০৭
দুই : জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১১১
তিন : বদরযুদ্ধ পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ সেনা অভিযান ১১৮
চার : শিক্ষা ও তাৎপর্য ১২৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা প্রদান # ১৩৭

এক : তারবিয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও নিয়মনীতি ১৩৯
দুই : হাদিস শোনার ব্যাপারে সাহাবিগণের নীতি ১৪৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংস্কার এবং আইনপ্রণয়ন # ১৫৫

এক : অর্থনৈতিক অরাজকতার সমাধান ১৫৫
দুই : কিছু শরয়ি বিধান ১৫৬

অষ্টম অধ্যায়

বদরযুদ্ধ # ১৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

বদরযুদ্ধের পটভূমি # ১৬০

এক : বদর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি ১৬১
দুই : মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংকল্প ১৬২
তিন : সাহাবিদের সঙ্গে রাসুলের পরামর্শ ১৬৪
চার : শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রযাত্রা ও সংবাদ সংগ্রহ ১৬৬
পাঁচ : হুবাব ইবনু মুনজিরের পরামর্শ ১৭০
ছয় : কাফিরদের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা ১৭১
সাত : বদর প্রান্তরে আগমনকালে কাফিরবাহিনীর মানসিক অবস্থা ১৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে রাসুল ও মুসলিমবাহিনী # ১৭৭

এক : রাসুলের জন্য মঞ্চ নির্মাণ ১৭৭

দুই : যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ১৭৮

তিন : রাসুলের যুদ্ধপরিকল্পনা ১৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভয়াবহ যুদ্ধ ও কাফিরদের পরাজয় # ১৮৯

এক : ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সহযোগিতা ১৯২

দুই : বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় ও নিহত কাফিরদের প্রতি রাসুলের তিরস্কার ১৯৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি # ১৯৯

এক : পাপাচারীদের পতন ১৯৯

দুই : বদরযুদ্ধের শহিদগণ ২০৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দির ব্যাপারে মতবিরোধ # ২১১

এক : যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে মতবিরোধ ২১১

দুই : বদরযুদ্ধের বন্দিগণ ২১৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বদরযুদ্ধের ফল ও রাসুলের ওপর অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা # ২৩২

এক : বদরযুদ্ধের ফল ২৩২

দুই : রাসুলের ওপর অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা ও উমায়ের ইবনু ওয়াহাবের ইসলাম গ্রহণ ২৩৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বদরযুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, তথ্য ও প্রজ্ঞা # ২৪১

এক : সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ২৪১

দুই : সত্য-মিথ্যার নির্ণয়দিবস ২৪৩

তিন : আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ২৪৬

চার : বদরযুদ্ধে রাসুলের মুজিজা ২৪৮

পাঁচ : কাফিরদের থেকে সহযোগিতা লাভের বিধান ২৫৩

ছয় : হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও উসাইদ ইবনু হুদাইর ২৫৪

সাত : বদরের মিডিয়াযুদ্ধ ২৫৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বদর ও উহুদযুদ্ধের মধ্যখানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা # ২৫৭

এক : বদর থেকে উহুদ পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধ ২৫৭
দুই : বনু কায়নুকার যুদ্ধ ২৬১
তিন : ইসলামি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উসকানিদাতাদের মূলোৎপাটন ২৬৭
চার : কিছু সামাজিক উপলক্ষ্য ২৭৮

নবম অধ্যায়

উহুদযুদ্ধ # ২৮২

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধপূর্ব প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি # ২৮৩

এক : উহুদযুদ্ধের কারণসমূহ ২৮৩
দুই : কুরাইশ কর্তৃক মক্কা থেকে মদিনামুখী যাত্রা ২৮৬
তিন : শত্রুদলের বিরুদ্ধে রাসুলের গোয়েন্দা তৎপরতা ২৮৬
চার : সাহাবিগণের সঙ্গে রাসুলের পরামর্শ ২৮৯
পাঁচ : মুসলিমবাহিনীর উহুদ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা ২৯২
ছয় : কাফিরদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে রাসুলের পরিকল্পনা ২৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমবাহিনী # ৩০০

এক : যুদ্ধের শুরু, ভয়াবহ পরিস্থিতি ও মুসলিমদের প্রাথমিক বিজয় ৩০০
দুই : তিরন্দাজগণের রাসুলের আদেশ লঙ্ঘন ৩০২
তিন : দ্বিধাবিভক্ত মুসলিমবাহিনীকে সমন্বিত করতে রাসুলের পরিকল্পনা ৩০৬
চার : উহুদের শহিদগণ ৩০৯
পাঁচ : উহুদযুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট রাসুলের কিছু অলৌকিক ঘটনা ৩২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উহুদযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি # ৩৩২

এক : রাসুল ও সাহাবিদের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের কথোপকথন ৩৩২
দুই : রাসুলের পক্ষ থেকে শহিদদের খোঁজখবর নেওয়া ৩৩৪
তিন : উহুদযুদ্ধের দিন রাসুলের দুআ ৩৩৬
চার : শত্রুবাহিনীর কৌশল সম্পর্কে অবগতি ৩৩৯
পাঁচ : হামরাউল আসাদের যুদ্ধ ৩৪০
ছয় : উহুদযুদ্ধে মুসলিম নারীগণের অংশগ্রহণ ৩৪৫
সাত : নারী সাহাবিদের ধৈর্যধারণের উপাখ্যান ৩৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উহুদযুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপদেশ # ৩৫২

এক : পূর্ববর্তী নবিগণ ও তাঁদের ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ৩৫৩
দুই : মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া এবং যুদ্ধের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ৩৫৪
তিন : ভুল সংশোধনের পদ্ধতি ৩৫৫
চার : পূর্ববর্তী উম্মাহর মুজাহিদগণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন ৩৫৬
পাঁচ : নেতার আদেশের লঙ্ঘন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের কারণ ৩৫৮
ছয় : ইহকালকে পরকালের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ভয়াবহতা ৩৫৯
সাত : ধর্মের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন ৩৬১
আট : ভ্রান্তির শিকার তিরন্দাজ ও পশ্চাদপসরণকারী মুনাফিকদের সঙ্গে রাসুলের আচরণ ৩৬৫
নয় : উহুদ পাহাড় ও মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা ৩৬৮
দশ : উহুদযুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন ৩৬৯
এগারো: সুরা আনফাল ও আলে ইমরানের আলোকে জয়-পরাজয়ের নীতি ৩৬৯
বারো : শহিদদের মর্যাদা ৩৭২
তেরো: শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারযুদ্ধ ২৭৩

দশম অধ্যায়

উহুদ ও খন্দকযুদ্ধের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি # ৩৭৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামি রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে কাফিরদের পরিকল্পনা # ৩৭৮

এক : ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি আসাদ গোত্রের লোলুপ দৃষ্টি ৩৭৮
দুই : খালিদ ইবনু সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ ইবনু উনায়েসের চ্যালেঞ্জ ৩৮০
তিন : আদল, কারাহ ও রাজি গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ৩৮৫
চার : ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতি আমির ইবনু তুফায়েলের লোলুপ দৃষ্টি ও বিরে মাউনার ঘটনা ৩৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উম্মুল মাসাকিন ও উম্মু সালামার সঙ্গে
রাসুলের বিয়ে এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা # ৪০৩

এক : জায়নাব বিনতু খুজায়মা—উম্মুল মাসাকিন ৪০৩
দুই : উম্মু সালামার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে ৪০৩
তিন : হাসান ইবনু আলির জন্ম ৪০৮
চার : জায়েদ ইবনু সাবিতের ইয়াহুদি ভাষা শিক্ষালাভ ৪০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনু নাজিরের ইয়াহুদিদের নির্বাসন # ৪১১

এক : যুদ্ধের সময় ও পটভূমি ৪১১
দুই : বনু নাজিরের অবরোধ ও নির্বাসন ৪১৫
তিন : হিকমত ও উপদেশগ্রহণের উপাদান ৪১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাতুর-রিকাযুদ্ধ # ৪৩৩

এক : যুদ্ধের সময়, পটভূমি ও নামকরণের কারণ ৪৩৩
দুই : সালাতুল খাওফ ও সীমান্ত পাহারা ৪৩৫
তিন : রাসুলের বীরত্ব ও জাবির ইবনু আবদিল্লাহর উপাখ্যান ৪৩৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ও দাওমাতুল জানদালের যুদ্ধ # ৪৪১

এক : প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ৪৪১
দুই : দাওমাতুল জানদালের যুদ্ধ ৪৪৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বনু মুসতালিকযুদ্ধ # ৪৪৮

এক : বনু মুসতালিকের পরিচয়, যুদ্ধের সময় ও কারণ ৪৪৮
দুই : জুয়াইরিয়া বিনতু হারিসের সঙ্গে রাসুলের বিয়ে ৪৪৯
তিন : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে মুনাফিকদের ইন্ধন ৪৫২
চার : বনু মুসতালিকযুদ্ধের পর মুসলিমদের প্রতি কুরআনের নির্দেশনা ৪৬০
পাঁচ : ইফকের ঘটনা ৪৬২
ছয় : ইফকের ঘটনা থেকে সংগৃহীত বিধান ও মাসাইল ৪৬৭
সাত : বনু মুসতালিকযুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত উপদেশ ও শিক্ষা ৪৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি এবং আবু বকরের হিজরত

- **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে মুহাজিরদের পুরস্কার এবং হিজরত থেকে পেছনে অবস্থানকারীদের পরিণতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে মুহাজিরদের পুরস্কার এবং হিজরত থেকে পেছনে অবস্থানকারীদের পরিণতি

মদিনায় হিজরত হচ্ছে ইসলামি ইতিহাসের এক মাইলফলক। হিজরতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কায়া পালটে গিয়েছিল। কারণ, হিজরতের পূর্বে উম্মাহর অবস্থান ছিল একটি মিশনারি জাতির পর্যায়ে, যাঁরা মানুষকে কেবল আল্লাহর বাণী শোনাত; কিন্তু তাদের এমন কোনো রাজনৈতিক অবস্থান ছিল না, যা তাঁদের নিরাপত্তা-বিধান করবে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখবে।

হিজরতের পর ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ইসলাম আরব উপদ্বীপসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইসলামের দায়িরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েন এবং দীনের দাওয়াতের দায়িত্ব আনজাম দিতে থাকেন। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা এই দায়িদের নিরাপত্তার জিম্মাদারি কাঁধে তুলে নেয়। শত্রুর প্রতিটি বাড়াবাড়ির দাঁতভাঙা জবাব দেয়। এতে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলেও কোনো পরোয়া করা হয়নি।[১]

হিজরতের ক্ষেত্রে কুরআনি ইলমের অবদান

কুরআনুল কারিম বোঝা ও কুরআনুল কারিমের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে মদিনায় রাসুলের হিজরতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হিজরতকে সামনে রেখেই আলিমগণ কুরআনের আয়াতকে মাক্কি ও মাদানি নামে বিভক্ত করেন। যেসব সুরা হিজরতের আগে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে—হোক মক্কার বাইরে কিংবা ভেতরে, আলিমগণ সেগুলোকে মাক্কি সুরা হিসেবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে হিজরতের পরে যেসব সুরা অবতীর্ণ হয়েছে—হোক তা মদিনার বাইরে অবতীর্ণ, সেগুলোকে মাদানি হিসেবে গণ্য করেছেন। এভাবে বিন্যাস করার কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে উপকার সাধিত হয় সেগুলো হচ্ছে :

[১] *আল-হিজরাতুন নাবাবিয়া,* আবু ফারিস : ১৩।

১. কুরআনুল কারিমের অসংখ্য-অগণিত বর্ণনাপদ্ধতির স্বাদ গ্রহণ এবং দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া।

২. কুরআনের আয়াতগুলোর মাধ্যমে সিরাতুন নবি ﷺ-এর ঘটনাবলি এবং ইতিহাস সম্পর্কে অবগতিলাভ।[২]

রাসুলের হিজরতের গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক কুরআনুল কারিম বিভিন্ন আঙ্গিকে ইমানদারদের হিজরতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। এ ধারাবাহিকতায় কুরআন মুহাজিরদের উচ্চপ্রশংসা করেছে। তাঁদের জন্য প্রতিদান ও পুণ্যের ঘোষণা দিয়েছে। যাঁরা হিজরত থেকে গা বাঁচিয়ে চলেছে তাঁদের মন্দ পরিণতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।[৩]

এক. প্রশংসনীয় গুণাবলির মাধ্যমে মুহাজিরদের স্তুতি

হিজরতকারীদের উল্লেখযোগ্য গুণাবলি হচ্ছে :

১. নিষ্ঠা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

> এই ধনসম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের বাস্তুভিটা এবং ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। [সুরা হাশর : ৮]

এখানে 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে' অংশটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মুহাজিরদেরকে নিজের বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করার একমাত্র কারণ ছিল, আল্লাহর প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা ও তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা।[৪]

২. ধৈর্য

আল্লাহ মুহাজিরদের বিশেষ গুণ তথা ধৈর্যের উল্লেখ করে বলেন,

> যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়াতে তাদের উত্তম আবাস দেবো এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বশ্রেষ্ঠ—হায়, তারা যদি তা জানত; যারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাদের

---

[২] *মাবাহিসুন ফি উলুমিল কুরআন*, কাতান : ৫৯।

[৩] *আল-হিজরাতু ফি কুরআনিল কারিম* : ৮৪।

[৪] প্রাগুক্ত : ৮৬।

পালনকর্তার ওপর ভরসা করে। [সুরা নাহ্‌ল : ৪১, ৪২]

৩. সত্যবাদিতা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

> এই ধনসম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের বাস্তুভিটা এবং ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। [সুরা হাশর : ৮]

আল্লামা বাগাবি রাহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে লেখেন, أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের ইমানের ব্যাপারে ছিলেন সত্যবাদী।[৫]

৪. জিহাদ ও আত্মত্যাগ

আল্লাহ বলেন,

> যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে; আর তারাই সফল। [সুরা তাওবা : ২০]

এখানে লক্ষণীয়, আত্মত্যাগ হচ্ছে জিহাদের পূর্বশর্ত। কেননা, আত্মত্যাগের অনুপস্থিতিতে জিহাদ হতে পারে না।[৬]

৫. আল্লাহ এবং রাসুলকে সাহায্য করা

আল্লাহ বলেন,

> এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সহায়তা করে তারাই সত্যবাদী। [সুরা হাশর : ৮]

৬. কেবল আল্লাহর ওপর নির্ভরতা

আল্লাহ মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেন,

> যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করেছে। [সুরা নাহ্‌ল : ৪২]

৭. আশা-আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহ বলেন,

> আর এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, যারা ইমান এনেছে, হিজরত

---

[৫] *তাফসিরে বাগাবি* : ৪/৩১৮।

[৬] *আল-হিজরাতু ফি কুরআনিল কারিম* : ১০৬।

> করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। [সুরা বাকারা : ২১৮]

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, 'তারা আশা করে' বলে আল্লাহ মুহাজিরদের প্রশংসা করছেন। এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, একজন মানুষ আনুগত্য ও অনুসরণের দিক দিয়ে যত উচ্চতায়ই পৌঁছুক না কেন, সে জান্নাতে যেতে পারবে কি না নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। প্রথমত, সে জানে না কোন অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। দ্বিতীয়ত, সে যেন নিজের আমলের ওপর নির্ভর না করে। মুহাজিরদের আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন; কিন্তু এরপরও তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহের আশা করতেন। আর এটাই ছিল তাঁদের দৃঢ় ইমানের পরিচায়ক।[৭]

৮. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাসুলের আনুগত্য

আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ দয়াশীল নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবির সঙ্গে ছিল, যখন তাদের একদল ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এরপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। [সুরা তাওবা : ১১৭]

উল্লিখিত আয়াত তাবুকযুদ্ধ চলাকালে অবতীর্ণ হয়।

কাতাদা রাহ. বলেন, সাহাবিগণ তীব্র গরমের মৌসুমে তাবুকযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। সফরটা ছিল অবর্ণনীয় কষ্টের। এমনকি আমরা শুনেছি, প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে তাঁরা দুজন মিলে একটি খেজুর ভাগ করে খেতেন। কখনো কয়েকজন একটি খেজুরের ওপর এভাবে চালিয়ে দিতেন যে, প্রত্যেকেই ওই একটি খেজুর চুষে পানি পান করে নিতেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দেন এবং সুস্থ ও সফলভাবে তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে আনেন।[৮]

৯. ইমান-আমলে অগ্রগামিতা নেতৃত্বকে ত্বরান্বিত করে

আল্লাহ বলেন,

> মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী এবং তাদের যারা অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে

---

[৭] *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন* : ৩/৫০।

[৮] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ২/৩৯৭।

> প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহা সফলতা। [সুরা তাওবা : ১০০]

ইমাম রাজি রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই অগ্রগামিতা মর্যাদাপ্রাপ্তির মাধ্যম। সাহাবিগণ ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরতে সবার অগ্রগামী ছিলেন বিধায় উম্মাহর জন্য তাঁদের অনুসরণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, মুহাজিররাই ছিলেন উম্মাহর নেতা।[৯]

১০. সফলতা

আল্লাহ বলেন,

> যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে তাদের বড় মর্যাদা আল্লাহর কাছে; তারাই সফল। [সুরা তাওবা : ২০]

আল্লামা আবুস সাউদ রাহ. তদীয় তাফসিরগ্রন্থে লেখেন, هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সকল ব্যক্তি, যারা বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছেন। তাদের বিজয় এমন মহিমাময় যে, এ বিজয়ের তুলনায় অন্যদের বিজয় কোনো বিজয়ই নয়।[১০]

১১. ইমান

আল্লাহ বলেন,

> আর যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [সুরা আনফাল : ৭৪]

দুই. মুহাজিরদের নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি

আল্লাহ কুরআনুল কারিমে মুহাজিরগণ পাবেন এমন নিয়ামতের বিবরণ তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে কতিপয় নিয়ামত হচ্ছে,

> কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করলে সে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের

---

[৯] *তাফসিরুর রাজি* : ১৫/২০৮।

[১০] *তাফসিরু আবুস সাউদ* : ৪/৫৩।

> উদ্দেশে নিজ গৃহ থেকে মুহাজির হয়ে বের হয়, এরপর পতিত হয় মৃত্যুমুখে, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। [সুরা নিসা : ১০০]

পৃথিবীতে তাঁদের রিজিক এভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় যে, সন্ধি ও গণিমতসূত্রে প্রাপ্য সম্পদ তাঁদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ করা হয়। কেননা, তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তাঁরাই এগুলো পাওয়ার বেশি দাবিদার।[১১]

২. অপরাধের ক্ষমা এবং গুনাহ-মুক্তি

গুনাহের ক্ষমাও মুহাজিরদের ওপর আল্লাহর বিশেষ এক নিয়ামত। আল্লাহ বলেন,

> এরপর তাদের পালনকর্তা (এই বলে) তাদের দুআ কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর যারা হিজরত করেছে, নিজেদের দেশ থেকে যাদের বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম বিনিময়। [সুরা আলে ইমরান : ১৯৫]

এ ছাড়া রাসুলের একাধিক বাণী এ কথার সাক্ষী যে, হিজরত গুনাহ মাফের অন্যতম মাধ্যম।

৩. মুহাজিরদের মর্যাদা ও অবস্থান

> আল্লাহ বলেন,
>
> যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা আল্লাহর কাছে। আর তারাই সফল। [সুরা তাওবা : ২০]

যাঁরা জান ও মালের ত্যাগের মাধ্যমে হিজরত ও জিহাদ করেছেন তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচু। তাঁদের সম্মান বলে শেষ করার মতো নয়। তাঁরা জান্নাতের নহর ও অট্টালিকার অধিকারী।[১২]

---

[১১] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/২৯৫।

[১২] *তাফসিরুল মুরাগি* : ১০/৭৮।